॥ তিগুণ বা তিনগুণ ॥

তিন মাত্রাকে এক মাত্রার মধ্যে গাওয়া বা বাজান হইলে তাহাকে তিগুণ কহে, অর্থাৎ ঠায় বা বরাবর লয়ের তিনগুণ গতিতে **তিগুণ** বা **তিনগুণ** বলে।

॥ চৌগুণ বা চারগুণ ॥

চার মাত্রাকে এক মাত্রার মধ্যে গাওয়া বা বাজান হইলে তাহাকে চৌগুণ কহে, অর্থাৎ ঠায় বা বরাবর লয়ের চারগুণ গতিকে **চৌগুণ** বা **চারগুণ** বলা হয়।

॥ আড় বা দেড়গুণ ॥

কোন নির্দিষ্ট লয়ের দুই মাত্রা সময়ের মধ্যে যদি তিন মাত্রার অংশ প্রয়োগ করা হয় তবে তাহাকে **আড়** বা **দেড়গুণ** বলা হয়, অর্থাৎ ঠায় বা বরাবর লয়ের দেড়গুণ গতিকেই বলা হয় আড়।

॥ কুয়াড় বা সওয়াগুণ ॥

চার মাত্রা বাজাইতে যে সময় লাগে সেই সময়ের মধ্যে যদি পাঁচ মাত্রার অংশ গাওয়া বা বাজান হয়, অর্থাৎ পাঁচ মাত্রাকে চারি মাত্রার মধ্যে গাওয়া বা বাজান হইলে তবে তাহাকে **কুয়াড়** বা **সওয়াগুণ** বলা হয়।

॥ বিয়াড় বা পৌণে দুইগুণ ॥

চার মাত্রা সময়ের মধ্যে যদি সাত মাত্রার অংশ গাওয়া বা বাজান হয় অর্থাৎ সাত মাত্রাকে চার মাত্রার মধ্যে গাওয়া বা বাজান হইলে তবে তাহাকে **বিয়াড়** বা **পৌণে দুইগুণ** বলা হয়।

॥ কিস্মে বা প্রকার ॥

কোন তালের মাত্রা সংখ্যা, মাত্রা, বিভাগ, সম্, তালি, খালি ইত্যাদির কোনরূপ পরিবর্তন না করিয়া ঐ ঠেকাকে বিভিন্ন প্রকার উলট-পালট করিয়া বাজাইলে তাহাকে **কিস্মে** বা **প্রকার** বলা হয়। যেমন ঝাঁপতালের ঠেকা—

ধি	না	|	ধি	ধি	না	|	তি	না	|	ধি	ধি	না	|
×			২				০			৩			

কিস্মে বা প্রকার

ধিন	নানা	|	ধিন	ধিনধিন	নানা	|	তিন	নানা	|	ধিন	ধিনধিন	নানা	|
×			২				০			৩			